প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৩

সম্পাদকীয়

জাতীয় কিংবা বৈশ্বিক উন্নয়নের মূল অনুষঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা। এটি শিক্ষার সকল স্তরের ভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সরকার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'য় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে নানান কর্মকাণ্ডের কিছু চিত্র প্রতিফলিত হয়। প্রতিবছর 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'র দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এবার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়ে একটি নিবন্ধ থাকছে। এছাড়া অনলাইন শিক্ষক বদলি, বিদ্যালয়ে ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ই-মনিটরিং সিস্টেম, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই উৎসব, শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা শিক্ষায় খেলাধুলা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে নিবন্ধ রয়েছে। সংবাদ-প্রতিবেদন অংশে জুলাই ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ কালপর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সচিত্র সংবাদ অংশে উল্লিখিত পর্বে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের ছবি সন্নিবেশ করা হয়েছে। সবশেষে সংযোজিত হয়েছে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর যোগদান সংবাদ।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ষাণ্মাসিক নিউজলেটার হিসেবে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ এবং এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ স্থান পায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণকে সচিত্র সংবাদ/প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সকলের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনা

সাবিনা আক্তার
ইনস্ট্রাক্টর (কৃষি), জয়দেবপুর পিটিআই, গাজীপুর

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শুধু একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্নই দেখেননি, তিনি একটি শোষণমুক্ত উন্নত বাংলাদেশেরও স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই । এটা তিনি শুরুতেই বুঝতে পেরেছেন। শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী পরিকল্পনা ১৯৫৪ সালেই সুস্পষ্ট হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির ৯ ও ১০ নং দফায় দলের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছিল অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ভাতা, সকল বিদ্যালয়কে সরকারি করা এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে দেশবাসীর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া বেতার-টেলিভিশন ভাষণ থেকে আমরা তাঁর শিক্ষা-ভাবনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাই। ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটা 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণি পেশার জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দরিদ্রতা যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী সারা দেশে ১৮ হাজার প্রাইমারি স্কুল, ৬ হাজার হাই স্কুল ও মাদ্রাসা এবং নয়শত কলেজ ভবন পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য শিক্ষক শহীদ হন। শিক্ষকদের নয় মাসের বেতনও বন্ধ ছিল। নতুন করে স্কুল কলেজ পুনর্নির্মাণ করা, শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, নতুন পাঠ্যবই প্রকাশ করা এবং শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার দায়িত্ব বার্তায় বঙ্গবন্ধুর সরকারের ওপর। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র তিনদিন পর অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৫ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সকল ছাত্রের বেতন মওকুফ করেন। শিক্ষকদের নয় মাসের বেতন প্রদানের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে বলে উল্লেখ করেন। ১৯৭২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। এছাড়া ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় শিক্ষা বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, "রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" এই নীতির আলোকেই ১৯৭২ সালে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৭৪ সালে ৭ খণ্ডে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন সুস্পষ্ট হয়। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর থেকে ৮ বছর করার সুপারিশ করে। এছাড়া ৫ বছরের মধ্যে ১১-৪৫ বছর বয়সী সাড়ে তিন কোটি নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর জ্ঞান দেওয়ার প্রস্তাব ছিল এই শিক্ষা কমিশনে। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়। বঙ্গবন্ধুর মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো ৩৬,১১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা এবং এর ফলে ১,৫৫০২৩জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারি হয়। এছাড়া ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বহু স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে শিক্ষার প্রতি তাঁর ভালোবাসা কতটুকু ছিল। বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের আর্থিক সংকট দূরকরণের জন্য ব্যবস্থা করেন রেশন কার্ডের, যার মাধ্যমে শিক্ষকেরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সুলভে ক্রয় করতে পারতেন। অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিল থেকে সাধারণ শিক্ষকদের ন্যায্যমূল্যে কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা করেন তিনি। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই, খাতা, পেন্সিল, জামা কাপড়, দুধ, ছাতু ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হতো। বঙ্গবন্ধু শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ভাবেননি, উচ্চ শিক্ষা নিয়েও ভেবেছিলেন। এ কারণে ১৯৭৩ সালে গঠন করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। একই সালে জাতীয় সংসদে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেন, যার ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। শিক্ষিত জাতি গঠনের মাধ্যমেই যে সোনার বাংলা গড়া সম্ভব তা বুঝেছিলেন। তাই শিক্ষাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন, সে স্বপ্ন সফল করাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

অনলাইন শিক্ষক বদলি: স্মার্ট বাংলাদেশের অনন্য দৃষ্টান্ত

মোঃ শরীফ উল ইসলাম
শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে মোট ৬৫৫৬৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪ লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মরত আছেন। সারা বছর ধরেই বিভিন্ন কারণে তাঁরা বদলির আবেদন করে থাকেন। কিন্তু শিক্ষক বদলি প্রক্রিয়াটি ছিল জটিল ও সময় সাপেক্ষ। আবেদনের কোনো নির্ধারিত ফরম না থাকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্তৃক সাদা কাগজে এলাকাভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন ফরমেটে বদলির আবেদন দাখিল করা, আবেদনের অবস্থান অবহিত করার ব্যবস্থা না থাকায় বার বার বিভিন্ন অফিসে গমন, আবেদনের সঙ্গে কী কী কাগজপত্র দাখিল করতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় অতিরিক্ত কাগজ দাখিল করা, আবেদন দাখিলের কোনো প্রাপ্তিস্বীকার না থাকায় ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত কারণে আবেদনপত্র হারিয়ে যাওয়া, আবেদনের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের কোনো সহজ পদ্ধতি না থাকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব, অতিরিক্ত জনবলের সম্পৃক্ততার কারণে ধাপ বেড়ে যাওয়া, সার্ভিস বুক হালনাগাদ না থাকা ইত্যাদি কারণে বদলি প্রত্যাশী শিক্ষকদের সময়, ভিজিট, খরচ বৃদ্ধিসহ নানাবিধ হয়রানি ও ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছিল। তাছাড়া ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বদলি কার্যক্রম সম্পাদন করায় একদিকে যেমন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা কষ্টকর হচ্ছিল অন্যদিকে অযাচিত অস্বাভাবিক তদবির ও চাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মূলত এ প্রেক্ষাপটেই অনলাইন শিক্ষক বদলির অবতারণা। বর্তমানে শিক্ষকরা অনলাইনে বদলির আবেদন করতে পারছেন এবং সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার আওতায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত পাওয়া নিশ্চিত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন সময় ও খরচ হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। পাশাপাশি বদলি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনা দূরীভূত হওয়ায় শিক্ষকগণ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অধিকতর মনোনিবেশ করতে সক্ষম হচ্ছেন। তিনটি উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে অনলাইন শিক্ষক বদলির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রথমত, শিক্ষক বদলি প্রক্রিয়া অধিকতর শিক্ষকবান্ধব করা, দ্রুততার সাথে সময়াবদ্ধ, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ দ্বিতীয়ত, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সেবার মান উন্নত করা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং তৃতীয়ত, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্রিয় অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ২০২২ সালের ০৬ মার্চ একটি কারিগরি কমিটি গঠন করার মাধ্যমে চাহিদা নিরূপণ ও করণীয় বিষয়ে গাইডলাইন তৈরিপূর্বক অনলাইন শিক্ষক বদলির কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২২ সালের ২৯ জুন গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় অনলাইন শিক্ষক বদলির পাইলটিং সম্পন্ন হয় এবং ২০২২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সারাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে কার্যক্রম চালানো হয়। পরীক্ষামূলক সম্প্রসারণের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বদলি কার্যক্রম অধিকতর শিক্ষকবান্ধব করতে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে "সমন্বিত অনলাইন শিক্ষক বদলি নির্দেশিকা (সংশোধিত) ২০২২" জারি করা হয়। শিক্ষক বদলি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়মিত দায়িত্ব সম্পাদন ও সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের দপ্তরের সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতির (সিটিজেন চার্টার) অন্যতম একটি সেবা। তবে গতানুগতিক চলমান পদ্ধতির মাধ্যমে এ সেবা প্রদানে সমস্যার কারণে এ উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বেশ কয়েকটি বৈঠকের মাধ্যমে অত্যন্ত সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে শিক্ষক বদলির বিদ্যমান পদ্ধতির ধাপসমূহ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সেবা প্রদানে বাস্তব সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা, পশ্চাৎগতি এবং পদ্ধতিগত শূন্যতা নির্ণয় করেছে। অনলাইন শিক্ষক বদলি বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে যত ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতিটি ধাপেই রয়েছে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে নতুন উদ্ভাবনের প্রয়াস। মাঠপর্যায়ে সময় সময় পরিদর্শন, মতবিনিময়, বিভিন্ন সময়ে তদন্ত, অভিযোগ, পরামর্শ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে চাহিদাভিত্তিক, শিক্ষক-বান্ধব, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক এ ধারণাটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এটি একটি মৌলিক উদ্যোগ। অনলাইন শিক্ষক বদলি বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপেই রয়েছে সৃজনশীলতার ছোঁয়া।

শিক্ষকগণ তাঁদের শিক্ষক পিন এবং মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে OTP Authentication-এর মাধ্যমে লগইন করে নিজস্ব UI (User Interface)-এ প্রবেশ করে বদলির আবেদন করতে পারবেন। বিদ্যমান বদলির নীতিমালার শর্তাবলির আলোকে backend-এর লজিকগুলো এমনভাবে সেট করা হয়েছে যেন শুধুমাত্র বদলির শর্তপূরণ করে এমন কেউ আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদের সকল তথ্য ডাটাবেইজে থাকায় শিক্ষকগণ আবেদনের সময়ই বিদ্যমান সকল শূন্যপদ দেখতে পাবেন এবং এক বা একাধিক বিদ্যালয় বাছাই করে আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের তথ্যাদি পূর্ব থেকেই ডাটাবেইজে সংরক্ষিত থাকায় শুধুমাত্র পছন্দনীয় বিদ্যালয় এবং বদলির কারণ সিলেক্ট করে বদলির আবেদন করতে পারবেন। সঠিকভাবে আবেদন সাবমিট করলে আবেদনকারী আবেদনের একটি পিডিএফ কপি এবং Application Tracking No সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড একটি রিসিপ্ট পাবেন এবং তাঁর মোবাইলে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হবে। শিক্ষক পিন ব্যবহার করে লগইন করে যেকোনো সময় তাঁর ড্যাশবোর্ড থেকে আবেদনের বর্তমান অবস্থান জানতে পারবেন। সফটওয়্যারে প্রতিটি ধাপে সময় নির্ধারণ করা থাকবে, ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদনটি অগ্রায়ণ হতে থাকবে এবং কোনো ধাপে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণের কোনো সুযোগ থাকবে না। আবেদনকারীর বদলির প্রেক্ষাপটের আলোকে সিস্টেম হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কোর নির্ধারিত হয়। ফলে আবেদনকারী একাধিক হলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলির জন্য যোগ্য শিক্ষক মনোনয়ন প্রদান করে। সফটওয়্যারে ডাইনামিক কম্পোনেন্ট যুক্ত থাকায় সময় সময় চাহিদাভিত্তিক হালনাগাদ করার সুযোগ রয়েছে। সফটওয়্যারটিকে শিক্ষকবান্ধব করার জন্য ড্রপডাউন মেন্যুকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের সকল সরকারি কর্মচারীর এক-চতুর্থাংশ কর্মচারী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে ০৪ (চার) লক্ষাধিক শিক্ষক। বিশাল এই জনবলের বদলি ও পদায়ন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই একটি অচলায়তন বিদ্যমান ছিল, ছিল সেবা প্রদানকারী এবং সেবাগ্রহণকারীদের অনেক ক্ষোভ, হয়রানি, ভোগান্তি এবং অযাচিত তদবির যার নিরসন হয়েছে অনলাইন শিক্ষক বদলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে। অনলাইন শিক্ষক বদলি ব্যবস্থাপনা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

অনলাইনে বদলি আবেদন দাখিল এবং অনলাইনেই আবেদন নিষ্পত্তির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যন্ত এই ডিজিটাল রূপান্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক যোগাযোগ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অনলাইন শিক্ষক বদলির মাধ্যমে সেবাপ্রদান পদ্ধতিতে সংস্কার ও ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আজ আস্থাশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিক্ষকরা এখন ঘরে বসেই অনলাইনে বদলির আবেদন করছেন এবং বদলির আদেশও পাচ্ছেন অনলাইনে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

ফলে তারা নিশ্চিন্ত মনে শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করতে পারছেন। এতে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন হচ্ছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনলাইন শিক্ষক বদলি ব্যবস্থাপনা একটি টেকসই উদ্যোগ। অনলাইন শিক্ষক বদলির প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডে ৪৪,৭২৫টি আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যেহেতু এ উদ্যোগ তাঁদের চাহিদাভিত্তিক হয়েছে এবং দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনাকে লক্ষ করে তৈরি হয়েছে সেহেতু তাঁদের অংশীদারিত্ব এবং ইতিবাচক প্রভাবের কারণে টেকসই হবে। যারা আবেদন করে পছন্দমতো বদলির আদেশ পাচ্ছেন না তারাও প্রকৃত কারণ জানতে পারায় তাদের মনে অসন্তুষ্টি থাকছে না এবং তারা এ উদ্যোগটি গ্রহণ করছেন। "সমন্বিত অনলাইন বদলি নির্দেশিকা, ২০২২" জারি যার ১১.৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে "এ নির্দেশিকার আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অনলাইন সফটওয়্যার/এ্যাপ্স-এর মাধ্যমে বদলির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।" উদ্যোগটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় এবং সময় সময় চাহিদাভিত্তিক কম্পোনেন্ট অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকায় টেকসই হবে। তাছাড়া বিদ্যমান Primary Education Management Information System (PEMIS)-এর Teachers Module-এ শিক্ষকদের সকল সনদ/ডকুমেন্ট (যেমন, প্রতিবন্ধিতার সনদ, কাবিননামা, স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণাদি ইত্যাদি) রিয়েলটাইম আপলোডের মাধ্যমে যাচাই-বাছাইয়ে ব্যক্তি নির্ভরশীলতা হ্রাস করা পেয়েছে। অনলাইন শিক্ষক বদলি ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের একটি অহংকার, ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি অনন্য উদ্ভাবন। এই উদ্যোগটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যত ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতিটি ধাপেই রয়েছে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে নতুন উদ্ভাবনের প্রয়াস। ফলে সকলের সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগে শুরু হয়েছে পরিবর্তনের পথে যাত্রা। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষকদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শ্রেণি কার্যক্রমে তাঁদের সম্পৃক্ততা বাড়ছে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত উদ্যোগটি ছাপিয়ে যাচ্ছে সকলকে, আবেশিত করছে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকে, যা উদ্যোগটির টেকসই অবস্থাকে জোরালো সমর্থন করে। একদল সংকল্পবদ্ধ প্রত্যয়ী মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস চাইলে যে বড় পরিবর্তন আনতে পারে, তা এখন "সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অনলাইন বদলি ব্যবস্থাপনা চালুকরণ"-এর মাধ্যমে প্রমাণিত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদে ডাক্তার

মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন অপু
সহকারী শিক্ষক, এ.এম. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী

আজকের শিশুরাই স্বপ্নময় ভবিষ্যতের দিশারী এবং এ জাতির কাণ্ডারী। সত্য ও সুন্দরের পূজারী হিসেবে অধিক সমাদৃত শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতন ও মানবিক মানুষরূপে গড়ে তুলতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে "ক্ষুদে ডাক্তার" কার্যক্রম একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা, শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ২০১১ সালে এ কার্যক্রমটি শুরু হয়।

Sustainable Development Goals (SDGs)-এর তৃতীয় অভীষ্ট "সুস্বাস্থ্য" অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে "ক্ষুদে ডাক্তার" কার্যক্রমটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলমান।

"ক্ষুদে ডাক্তার" কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো- "স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, রোগের প্রতিরোধ, সুস্বাস্থ্যে জীবনধারণের জন্য শিশুর মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা। এবং এর উদ্দেশ্য হলো- ১. দেশব্যাপী "ক্ষুদে ডাক্তার" কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা। ২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তদরের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সমমানের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার উন্নয়ন করা।

"ক্ষুদে ডাক্তার" দল গঠনের জন্য দেশের প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি ক্লাসে তিনজন করে মোট ১৫জন ক্ষুদে ডাক্তার নির্বাচন করতে হয়। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে চটপটে এবং বাকপটু হওয়ায় 'ক্ষুদে ডাক্তার' বানাতে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রতি শ্রেণি বা সেকশনের জন্য তিনজনের একটি দল হিসেবে ১৫ শিক্ষার্থীর দল বিদ্যালয়ে কাজ করে। ক্ষুদে ডাক্তারদের তিনজন মিলে একেকটি দল একজন করে গাইড শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়।

ক্ষুদে ডাক্তারদের মূল দায়িত্ব (৪টি), যেমন:

১) স্বাস্থ্য বার্তা প্রদান (ফ্লীপ চার্ট থেকে নির্ধারিত শ্রেণির শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বার্তা পড়ে শোনানো)।

২) বছরে ২ বার কৃমিনাশক ঔষধ সেবন (এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহে কৃমিনাশক ঔষধ সেবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ)।

৩) বছরে ২ বার শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা (জানুয়ারি ও জুলাই মাসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ- ওজন, উচ্চতা, দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করা, গত রাউন্ডে কৃমিনাশক সেবন ও শিশুকালে প্রতিষেধক টিকা নেওয়ার তথ্য)।

৪) অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে-

- বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী স্কুল বহির্ভূত ও ঝরে পড়া ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয়ে আগাম ঘোষণা দেওয়া।
- স্কুল বহির্ভূত ও ঝরে পড়া ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে তাদেরকে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করানো।
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্চা যেমন হাত ধোয়া, নখ কাটা, হাঁচি দেয়া, দাঁত ব্রাশ ইত্যাদির কৌশলসমূহ ব্যবহারিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা।

দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য রক্ষায় - "সকাল বিকাল মাজবো দাঁত, রোগ জীবাণু করবো কাত"। - এই মূল্যবান বার্তাটি ক্ষুদে ডাক্তারদের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

ক্ষুদে ডাক্তার কর্তৃক শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম প্রতিটি বিদ্যালয়ে বছরে ২ বার অর্থাৎ জানুয়ারি ও জুলাই মাসে সম্পাদিত হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মোট ৫টি বিষয় দেখা হয় : ১. ওজন পরিমাপ, ২. উচ্চতা নির্ণয়, ৩. দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা, ৪. গত রাউন্ডে কৃমির ঔষধ খেয়েছে কি-না তার তথ্য এবং ৫. শিশুকালে প্রতিষেধক নিয়েছে কি-না তার তথ্য।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার সরঞ্জাম হিসেবে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত সরঞ্জাম পেয়ে থাকেন:

১. উচ্চতা মাপার ফিতা (স্টীকার ফেল, দর্জিদের ব্যবহার্য ফিতা অথবা দেয়ালে সঠিকভাবে অংকিত স্কেল) ২. আই চার্ট / ই-চার্ট (দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার চার্ট) ৩. ওজন মাপার মেশিন।

ক্ষুদে ডাক্তারদের করণীয়:

১. বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য-স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরুর ২/৩ দিন পূর্বে প্রত্যেক দল যার যার নির্ধারিত শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয়ে আগাম ঘোষণা দিবে।

২. ক্ষুদে ডাক্তার দল কীভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে তা শিক্ষকদের নিকট থেকে শিখে অনুশীলন করবে।

৩. শ্রেণিভিত্তিক সকল ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করবে।

৪. স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, যেমন- শ্রেণিভিত্তিক মোট কতজন ছাত্র-ছাত্রী, কতজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে, অস্বাভাবিক ওজন, উচ্চতা ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর শ্রেণিভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন ও সংখ্যা নির্ণয়।

"ক্ষুদে ডাক্তার" কার্যক্রম শিক্ষার্থী ও সমাজের ওপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তন্মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, পরিবারকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা, সামাজিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ, শিক্ষার্থীর নেতৃত্বের গুণাগুণ ও টিম ওয়ার্কের উৎকর্ষ সাধন করে।

মানব সেবার মহান ব্রত নিয়ে আমাদের ক্ষুদে ডাক্তার দল কাজ করে যাচ্ছে বিদ্যালয়গুলোতে। এহেন কার্যক্রম বাংলাদেশকে জাতির পিতার সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলবে বলে আমরা আশাবাদী।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ই-মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়ন

শাহ মোঃ মামুন অর রশীদ
সহকারী শিক্ষা অফিসার, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ই-মনিটরিং

ই-মনিটরিং হলো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস-এর মাধ্যমে সফটওয়্যারে নির্দিষ্ট টুলস ব্যবহার করে বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা। প্রাথমিক বিদ্যালয় মনিটরিং-এর জন্য এ টুলস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে গুগল প্লে-স্টোর থেকে স্মার্টফোন বা ট্যাবে ডাউনলোড করা যায়। তবে iPhone-এ ডাউনলোড করার সুযোগ নেই। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত-করণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে মূলত ই-মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন। মনিটরিং ও মেন্টরিং ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ম্যানুয়াল বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে ই-মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান পরিবীক্ষণ টুলসের আলোকে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে গুগল প্লে-স্টোরে আপলোড করা হয়। একজন পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন স্মার্ট ফোন বা ট্যাবের সহায়তায় অ্যাপসটি ডাউনলোডপূর্বক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যাদি ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ডিপিই-র সার্ভারে আপলোড করতে পারেন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সকলেই ডিপিই-র সার্ভারে আপলোডকৃত প্রতিবেদন দেখে ফলো-আপ, ফিডব্যাক এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে পারেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক আইএমডি ও সেভ দ্য চিলড্রেন-এর কারিগরি সহযোগিতায় ই-মনিটরিং পাইলটিং প্রোগ্রাম শুরু করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক সারাদেশে ৫১৩টি উপজেলায় ই-মনিটরিং কার্যক্রম চালু করা হয়। এই কার্যক্রমের ফলে মনিটরিং ব্যবস্থায় সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। একই সাথে GIS প্রযুক্তি সহায়তার সুযোগ থাকায় পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার সঠিক অবস্থান জানার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে যেকোনো সময় আপলোডকৃত পরিবীক্ষণ তথ্যের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ফলোআপ ফিডব্যাক/ পরামর্শ/ নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ই-মনিটরিং-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক পর্যায়ের কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়নে সহায়তা করা;
- প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিকট খুব সহজে ও স্বল্প সময়ে প্রেরণ;
- প্রযুক্তির সহায়তায় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায় সকল ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন;
- পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে সহায়তা প্রদান;
- অনলাইন রিপোর্টিং ব্যবস্থার প্রবর্তন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করা;
- অনলাইন সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়;
- প্রযুক্তির সহায়তায় সরেজমিন পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান এবং তথ্যের সঠিকতা যাচাই নিশ্চিতকরণ;
- মাঠপর্যায়ের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরাসরি ও সার্বক্ষণিক দেখার ও যোগাযোগের সুযোগ তৈরি;
- সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে নীতি-পদ্ধতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করা।

সিস্টেমে লগইন এবং ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড

মাঠপর্যায়সহ প্রাথমিক শিক্ষার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদবি, কর্মস্থল ও ক্লাস্টারভিত্তিক (এইউইও/এডটইও) ইউজার আইডি ও পাসওযার্ড প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে তৈরি করে সরবরাহ করা হয়। একজনের ইউজার আইডি অন্যজন অথবা এক ক্লাস্টারের ইউজার আইডি অন্য ক্লাস্টারে ব্যবহার করা যাবে না। নিজ আইডি ব্যবহার করে ই-প্রাইমারি সিস্টেমে প্রবেশ করে যেকোনো সময় মোবাইল নম্বর ও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যাবে। তবে কর্মকর্তা বদলি হলে নতুন কর্মস্থলের/নতুন ক্লাস্টারের ইউজার আইডি ব্যবহার করতে হবে। প্রধান শিক্ষকগণ ই-প্রাইমারি সিস্টেমে নিজ বিদ্যালয়ের ইএমআইএস কোড ইউজার আইডি হিসেবে এবং প্রাপ্ত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন। পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে ইউইও/টিইও অফিস থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ই-মনিটরিং সেবা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ই-মনিটরিং বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা শেয়ারিং ও সমাধানের জন্য Helping Page on e-Monitoring নামে একটি পেইজ চালু করে। এই পেইজে ই-মনিটরিং নিয়ে মাঠপর্যায়ের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। পেজের লিংক:
www.facebook.com/mamun.eMonitoring

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও ই-মনিটরিং ফোকাল পারসন

মাঠপর্যায়ের প্রায় সকল পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তাকেই পিইডিপি ৩-এর আওতায় ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারি সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ০২ (দুই) দিনের ToT প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভাগীয় কার্যালয়ের একজন শিক্ষা অফিসার এবং জেলা কার্যালয়ের একজন এডিপিইও-কে বিভাগ ও জেলার ই-মনিটরিং ফোকাল পারসন হিসেবে অফিস আদেশের মাধ্যমে (কার্যপরিধিসহ) দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে বিভাগ ও জেলার সার্বিক মনিটরিং কার্যক্রম বিষয়ক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, ই-মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে ২০১৫-১৬, ১৬-১৭, ১৭-১৮, ১৮-১৯, ১৯-২০, ২০-২১, ২১-২২, ২২-২৩ অর্থবছরে এই পর্যন্ত যথাক্রমে ৮৪৬, ১৫৮৯০, ৪৫০৫৬, ১৯৭৫২, ৫৬৩৩০, ২৪৯১, ৫৭৪২২ এবং ৫৬৬৩৭টি বিদ্যালয় এবং ১২৮, ১৫৮৯, ৩৩৪০, ৩৩৫১, ৪৫৯২, ২৯৬, ৩৮২২, ৩৭৩১জন কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

ই-মনিটরিং-এর জন্য স্মার্ট ডিভাইস (TAB) বিতরণ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাঠপর্যায়ের প্রায় সকল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে ইলেকট্রনিক স্মার্ট ডিভাইস (TAB) সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতি মাসে পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তাদের পিইডিপি ৪-এর আওতায় ইন্টারনেট ডাটা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয় পর্যায়ে ওয়াই-ফাই এবং প্রতিমাসে ইন্টারন্টে ডাটা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ফলে কর্মকর্তাগণ যেমন সহজেই অনলাইন পরিবীক্ষণ করতে পারেন, তেমনি শিক্ষকগণ সহজেই অনলাইনে প্রতিবেদন দেখতে পারেন। পরবর্তীতে নির্দেশনা ও পরামর্শসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক অনলাইনে ফিডব্যাক দিতে পারেন।

Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৯ জুন ২০২২ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সেভ দ্য চিলড্রেন প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। MoU অনুযায়ী সেভ দ্য চিলড্রেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং আইএমডি-র সাথে কারিগরি সহযোগিতাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

একাদশ জাতীয় সংসদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত, ক্রমিক নম্বর ১০.০ (ক) এর আলোকে ই-মনিটরিং ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় ই-মনিটরিং কার্যক্রম বিষয়ক বিস্তারিত পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিবীক্ষণের জন্য স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যবৃন্দকে ই-মনিটরিং ইউজার আইডিসহ পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা হয়।

পরিবীক্ষণ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন মূল্যায়ন

পরিবীক্ষণ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন মূল্যায়ন করার জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ই-মনিটরিং ড্যাশবোর্ড থেকে মাঠপর্যায়ের পদভিত্তিক পরিবীক্ষণ প্রমাপ পর্যালোচনা (লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন) এবং সার্ভার থেকে নমুনাভিত্তিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ডাউনলোড করে মূল্যায়নপূর্বক নথি উপস্থাপন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের নির্দেশনা ও পরামর্শসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ফলো-আপসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠপর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

PEMIS ডিজিটাল সিস্টেম

প্রাথমিক শিক্ষার তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সিস্টেমের বাস্তবায়িত রূপই হলো PEMIS (Primary Education Management Information System)। প্রাথমিক শিক্ষার সকল সফটওয়্যার পর্যায়ক্রমে এ সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সিস্টেম বাস্তবায়নে ই-প্রাইমারি সিস্টেমের প্রায় সকল ভেরিফাইড ডাটা PEMIS-এ স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয় পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে ই-মনিটরিং সিস্টেম এখনও চালু করা হয়নি। তবে আগামীতে ই-মনিটরিং সিস্টেম সমন্বিত এ ডিজিটাল প্লাটফর্ম PEMIS সফটওয়্যারের মাধ্যমেই পরিচালিত হবে । এ লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ই-মনিটরিং সিস্টেম আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী হবে।

বই উৎসবে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মুহাম্মদ ফজলে এলাহী
গবেষণা কর্মকর্তা, ডকুমেন্টেশন সেন্টার

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সনাতনী ও গতানুগতিক। এ শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করার প্রয়াসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বপ্রথম সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেন। পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০১৩ সালে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে। বর্তমান সরকার গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষা পরিবেশ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের অভিযোজনে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রদান, ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে এবং পিইডিপি ৪এর আওতায় পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়ে ওয়াইফাই সুবিধা প্রদান করা হবে। একই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রোগ্রামিং ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় শ্রেণি থেকে তথ্য প্রযুক্তি ও কোডিং পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি দূর করার লক্ষ্যে গণিত অলিম্পিয়াড কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ইংরেজির দক্ষতা বিকাশে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে বিদেশি প্রশিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষকদের ইংরেজি প্রশিক্ষণ [Training of Master Trainers in English (TMTE)] প্রদান করা হয়েছে। কোভিডকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকার সময়ে বেতার, টেলিভিশন, শিক্ষক কর্তৃক ওয়ার্কসিট বিতরণ ও হোম ভিজিটের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম চলমান ছিল। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের দক্ষতা বিকাশে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া বর্তমান সরকার শিক্ষকদের বেতন স্কেল আপগ্রেড করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের সুযোগসুবিধা নিশ্চিতকরণে অত্যন্ত আন্তরিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টে ২০১৯ সালে ২৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন।

গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান উপকরণ হলো- শিক্ষার্থীবান্ধব মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক।

বিগত দিনে এদেশের কোমলমতি শিশুদের হাতে পাঠ্যপুস্তক নামের পুরাতন ও মলিন বই তুলে দেওয়া হতো। এতে শিশুরা একদিকে যেমন খুশি হতে পারত না, অন্যদিকে পাঠে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলত। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়গুলোতে কিছু নতুন বই সরবরাহ শুরু হলে অল্পসংখ্যক শিশু নতুন বই পেলেও অন্যদেরকে পুরাতন বই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হতো। এতে শিশুদের মানসিকতায় তৈরি হতো বৈষম্য, যা তাদের বিদ্যালয় ও পড়াশোনার প্রতি বিমুখ করে তুলতো। বর্তমান সরকার বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম অনুসরণে সকল ক্যাটাগরির বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শতভাগ আকর্ষণীয় নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরও ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের হাতে নতুন বই তুলে দেন।

বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশের সকল ক্যাটাগরির প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাঠ্যবইয়ের চাহিদা সংগ্রহপূর্বক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি মুদ্রণ সংস্থা এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণপূর্বক সরাসরি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পাঠ্যপুস্তক শিশুদের হাতে পৌঁছানো নিশ্চিত করেন। শিশুদের নিকট পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করার জন্য ২০১২ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক হোয়াইট পেপার, কভার পৃষ্ঠা, হিট থার্মাল পারফেক্ট বাইন্ডিংসহ চার রঙের আকর্ষণীয় মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হচ্ছে। শিক্ষাবর্ষ ২০১৩ হতে পরিমার্জিত যোগ্যতাভিত্তিক কারিকুলাম অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হচ্ছে। পরিমার্জিত কারিকুলামে বর্তমান বিশ্ব এবং সমসাময়িক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে বই বিতরণ উৎসবে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেন। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সারাদেশে একযোগে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে বই বিতরণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে সর্বমোট ২,১৮,০৩,০৩০ (দুই কোটি আঠার লক্ষ তিন হাজার ত্রিশ) জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৯,৬৬,০৮,২৪৫ (নয় কোটি ছেষট্টি লক্ষ আট হাজার দুইশত পয়তাল্লিশ)টি বই বিতরণ করা হয়েছে।

এনসিটিবি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী বিগত সময়ের মুদ্রিত ও বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তকের মোট সংখ্যা নিম্নরূপ: ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর, প্রাক-প্রাথমিক স্তর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য মোট ১,৫১৪,৪২,২১৫২টি বই মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ১,৪৪৪,৩২৭,৮৭৬টি, ২০১৪ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৬,৮৭,৪৩,৭০৮টি, ২০১৭ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ১,৩৫০,৫৬৮টি বই বিতরণ করা হয়। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৫১৩টি উপজেলা/থানায় বাংলা ভার্সনে ৮৮৩৪৭১৫৫টি এবং ৫৬টি জেলায় ইংরেজি ভার্সনে ৮০৮৬০১টি সহ মোট ৮৯১৫৫৭৫৬টি বই বিতরণ করা হয়।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য নিজস্ব বর্ণমালা সংবলিত মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই প্রণয়ন এবং সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সারাদেশে ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরী) শিশুদের মাঝে ৪ ধরনের পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থী ১টি করে আমার বই ও ১টি করে অনুশীলন খাতা পেয়েছে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরী) শিশুদের মাঝে প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ১৮টি জেলায় পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীর মাঝে প্রাক-প্রাথমিক এবং ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বিতরণ: প্রাক প্রাথমিক স্তরে আমার বই ও অনুশীলন খাতা প্রত্যেকটি ২৫,১২৫টি কপি করে, ১ম শ্রেণিতে বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের পাঠ্যপুস্তক প্রত্যেকটি ২৩,৩৩৬ কপি করে, ২য় শ্রেণিতে বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের পাঠ্যপুস্তক প্রত্যেকটি ২৩,২৩৯ কপি করে এবং ৩য় শ্রেণিতে বাংলা পাঠ্যপুস্তক ২২,২০২ কপিসহ মোট ২,১২,১৭৭টি পাঠ্যপুস্তক ও পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৫১৩টি উপজেলা/ থানায় বাংলা ভার্সনে বরাদ্দ মোট ৮৮৩৪৭১৫৫টি এবং ৮টি বিভাগীয় বাফার স্টকে বাংলা ভার্সনের বরাদ্দ (১%) অর্থাৎ ৮৮৩২৩৩টি পাঠ্যপুস্তক। ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গুদামে ইংরেজি ভার্সনের বরাদ্দ মোট ৮০৬৪ টি এবং বিদেশি মিশনে ইংরেজি ভার্সনের পাঠ্যপুস্তকের বরাদ্দ মোট ২১০০টি পাঠ্যপুস্তক।

শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা শিক্ষায় খেলাধুলা

গুলশান আক্তার
উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উখিয়া, কক্সবাজার

নানান রঙের খেলাধুলার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের নৈতিকতা বিকশিত হয়। এতে উৎসাহিত হয় ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা, বাড়ে সচেতনতা এবং স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যৎ গড়ার। বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পড়ালেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আরও উৎসাহিত করতে খেলাধুলার এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

খেলাধুলা একদিকে শিশুর শারীরিক বিকাশে ভূমিকা রাখে অপরদিকে মানসিক ও নৈতিকতা বিকাশেও সহায়তা করে। বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে তৈরি উপকরণ দ্বারা খেলার সামগ্রী শিশুর মনকে রাঙিয়ে তুলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ জুড়ে উৎফুল্ল আবেগে সাজে শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন রংয়ে শিশুর মনকে ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলে। গ্রুপে ভাগ করে হাতে-কলমে শেখানো খেলা একত্রে থাকার ও যেকোনো কাজে অন্যকে সহযোগিতা ও নিজের উপকারিতার শিক্ষা লাভ করে। হাতে-কলমে শেখানো কালার বল গেম, আমি হতে চাই, নৈতিক শিক্ষার গণপরিবহন, কল্পনায় গল্প বলি, স্বপ্নপুরী, পাজল গেম, স্বপ্ন হাসি, মাদককে না বলি, বাল্যবিবাহকে না বলিসহ এসব ব্যতিক্রমী খেলার মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এতে অভিভাবকগণও খুব খুশি হয়।

খেলাধুলা সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, চরাঞ্চল, উপকূলীয় ও সীমান্তবর্তী শিশু শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনে ভূমিকা রাখে। খেলাধুলার কাজে সম্পৃক্ত হতে পেরে শিশুরা নিজেদেরকে গর্বিত একজন মনে করে। কেননা এতে শিক্ষার্থীরা তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে বেড়ে উঠতে পারে। খেলাধুলার উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রং চিনতে পারে। ঘুড়ি, নৌকা, মাছ, বিভিন্ন ফুল, ফলসহ বিভিন্ন ধরনের জিনিস বানানো শিখে। যেগুলো আগে কখনো তারা শিখেনি। ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বুঝতে পারে।

মাদককে কীভাবে না বলতে হবে সেটা শিখে এবং মাদকের সামাজিক কুফল সম্পর্কে জানতে পারে। বাল্য বিয়ে ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পাশাপাশি তারা লেখাপড়া শেষ করে কী হতে চায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত কীভাবে নিতে হয় সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

এসব খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের আনন্দ ও নৈতিক শিক্ষার বিকাশ হয় বলে শিক্ষক ও অভিভাবকগণ উৎসাহিত হন। এতে শিক্ষার্থীদের পড়া লেখার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সাথে খেলাধুলা সম্পৃক্ত হওয়ায় তারা ব্যাপক উৎসাহে অংশ নিয়ে নৈতিকতাসহ বিভিন্ন বিষয় বুঝতে পারে। তাদের লেখাপড়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও বেশি ধারণা লাভ করে।

প্রতিটি বিদ্যালয় এধরনের খেলাধুলার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। 'মাদককে না বলা' গেম-এর মাধ্যমে সীমান্তবর্তী যেসব শিশুদের মাদক বহনের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাদের এসব কাজ থেকে বিরত রাখা সম্ভব। চরাঞ্চলের শিশুরা যারা মাছ ধরা বা কৃষিকাজে ও গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত হয়ে বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ে, সেটি রোধ করতেও খেলাধুলা ভূমিকা রাখে। এতে শিশুরা এসব কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখে এবং বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত হয়। অভিভাবকগণও দেখে তার সন্তান কাজের চেয়ে বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী এবং বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে তার বাড়িতে ও সমাজে ব্যবহার করছে। ফলে অভিভাবক ও জনগণ এতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তাদের সন্তানরা নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে মানুষ হয়ে উঠতে পারে। যা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের করণীয়

দিলীপ কুমার সরকার
প্রোগ্রামার, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা শক্তিকে কম্পিউটার দ্বারা অনুকৃত করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artifical Intelligence এখন হয়ে উঠেছে একটি একাডেমিক শিক্ষার ক্ষেত্র। বর্তমানে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রযুক্তি শিক্ষার প্রভাবশালী পাঠ ও পাঠোপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artifical Intelligence-কে। আমরা জানি -মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা শক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তি নির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

কম্পিউটারকে মিমিকস কগনেটিক এককে আনা হয় যাতে করে কম্পিউটার মানুষের মতো ভাবতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হলো মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি। কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, এআই "বুদ্ধিমান এজেন্ট" -এর অধ্যয়ন হিসেবে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে: যে কোনও যন্ত্র যা তার পরিবেশকে অনুধাবন করতে পারে এবং এমন কিছু পদক্ষেপ নেয় যা লক্ষ্য অর্জনে তার সাফল্যকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নেয়। যখন একটি মেশিন "জ্ঞানীয়" বা কগনিটিভ ফাংশনগুলিকে কার্যকর করে যা অন্যান্য মানুষের মনের সাথে মিল থাকে, যেমন "শিক্ষা গ্রহণ" এবং "সমস্যা সমাধানের" সাথে সংযুক্ত, তখন "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। মেশিনগুলো যখন ক্রমবর্ধমানভাবে সক্ষম হয়ে উঠে তখন মানুষের সুবিধার জন্য বুদ্ধিমত্তাকে সংজ্ঞা থেকে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, অপটিক্যাল অক্ষর স্বীকৃতিটি "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার" উদাহরণ হিসেবে আর অনুভূত হয় না, তখন এটি একটি নিয়িমিত প্রযুক্তি হয়ে ওঠে। বর্তমানে যে সক্ষমতাগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি মানুষের বক্তব্যকে সফলভাবে বুঝতে পারে, কৌশলগত গেম সিস্টেম (যেমন : দাবা) উচ্চতর স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করতে পারে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ি চালাতে পারে, সামরিক সিমুলেশন এবং জটিল উপাত্ত ব্যাখ্যা করতে পারে ইত্যাদি।

ইতিহাস

চিন্তা করতে সক্ষম কৃত্রিম মানুষ মূলত গল্প বলার যন্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কার্যকর যুক্তি প্রদর্শনের জন্য একটি যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করার ধারণাটি সম্ভবত রামন লোল (১৩০০ খ্রিস্টাব্দে)-এর সাথে শুরু হয়। তার ক্যালকুলাস রেটিওসিনেটরের সাথে গটফ্রিড লিবিনিজ গণিত মেশিনের ধারণাকে সম্প্রসারিত করেছিলেন (উইলহেলম স্কিকার্ড ১৬২৩ এর কাছাকাছি সময় প্রথম একটি প্রকৌশলগত কাজ করেছিলেন), সংখ্যার পরিবর্তে ধারণার উপর অপারেশন পরিচালনার উদ্দেশ্যে।

১৯৫৬ সালে ডার্টমাউথ কলেজের একটি গবেষণা কর্মশালায় অ্যালেন নিউয়েল (সিএমইউ), হারবার্ট সিমন (সিএমইউ), জন ম্যাকার্থি (এমআইটি), মার্ভিন মিনস্কি (এমআইটি) এবং আর্থার স্যামুয়েল (আইবিএম) এআই গবেষণার প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তারা এবং তাদের ছাত্ররা যে প্রোগ্রাম তৈরি করেছিল সংবাদপত্র তাকে "বিস্ময়কর" হিসেবে বর্ণনা করেছিল। তাদের প্রোগ্রামটি কম্পিউটার চেকারদের মধ্যে বিজয়ী হয়, বীজগণিতের মধ্যে শব্দের সমস্যার সমাধান করে, যুক্তিগত তত্ত্বগুলি প্রমাণ করে এবং ইংরেজি কথা বলতে সক্ষম হয়। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা বিভাগ দ্বারা গবেষণার জন্য ব্যাপকভাবে তহবিল প্রদান এবং বিশ্বব্যাপী ল্যাবরেটরিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এআই-এর প্রতিষ্ঠাতারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী: হারবার্ট সাইমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "মেশিন বিশ বছরের মধ্যে একজন মানুষ যা করতে পারে তা করতে সক্ষম হবে।" মার্ভিন মিনস্কি একমত হয়েছিলেন, "একটি প্রজন্মের মধ্যে ... কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরির সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে।"

১৯৮০-এর দশকের শুরুতে এআই গবেষণা বিশেষজ্ঞ সিস্টেমের বাণিজ্যিক সাফল্য দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, এআই প্রোগ্রামের একটি ফর্ম যা মানব বিশেষজ্ঞের জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতাগুলিকে অনুকরণ করে। ১৯৮৫ সাল নাগাদ এআইয়ের বাজার এক বিলিয়ন ডলারের বেশি পৌঁছেছিল। একই সময়ে, জাপানের পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার প্রকল্প ইউএস এবং ব্রিটিশ সরকারকে একাডেমিক গবেষণার জন্য অর্থায়নে ফিরিয়ে আনার জন্য অনু-প্রাণিত করেছিল।

১৯৯০ এবং একবিংশ শতকের প্রথম দিকে সরবরাহ, ডেটা মাইনিং, চি-কিৎসা নির্ণয়ের এবং অন্যান্য এলাকার জন্য এআই ব্যবহার করা শুরু করেছিল।

গণনীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান, এআই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে নতুন সম্পর্ক এবং গবেষকগণের গাণিতিক পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক মানকে একটি প্রতিশ্রুতির উপর অধিকতর গুরুত্বের কারণে এআই সফল হয়। বিজ্ঞানীরা বুদ্ধিমত্তার উৎপাদন বা তৈরি সাধারণ সমস্যাগুলোকে কয়েকটি উপ-সমস্যায় বিভক্ত করেন এবং সমস্যা সমাধানের অ্যালগরিদমগুলি বিকশিত করে ধাপে ধাপে যুক্তিযুক্ত করে সমস্যা সমাধান বা লজিক্যাল কর্তনের জন্য সেগুলি ব্যবহার করেন।

জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব এবং এআই

জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব এবং জ্ঞানের প্রকৌশল এআই গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয়। অনেক সমস্যার সমাধান যা মেশিন দ্বারা হবে বলে প্রত্যাশা করা হয় তার বিশ্ব সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান প্রয়োজন হবে। যে ধরনের বিষয় এআই প্রতিনিধিত্ব করবে তা হলো বস্তু, বৈশিষ্ট্য, বিভাগ এবং বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক; পরিস্থিতি, ঘটনা, অবস্থা এবং সময়; কারণ এবং প্রভাব; জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান; এবং অন্যান্য অনেক গবেষণামূলক ডোমেইন। প্রতিনিধিত্ব হলো "যার অস্তিত্ব বিদ্যমান" অর্থাৎ বস্তুর সেট, সম্পর্ক, ধারণা যা সম্পর্কে মেশিন জানে। সর্বাধিক উচ্চতর তত্ত্ববিদ্যা হচ্ছে তা-ই, যা আমাদের বা মেশিনকে অন্য সকল জ্ঞানের ভিত্তি প্রদানের প্রচেষ্টা করে। জ্ঞানের প্রতিনিধিত্বের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলো হলো ডিফল্ট যুক্তি এবং যোগ্যতার সমস্যা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কাজ করে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি সাধারণত অ্যালগরিদম ও মেশিন লার্নিং-সুবিধা কাজে লাগিয়ে বিশাল তথ্যভাণ্ডার বিশ্লেষণ করে ফলাফল ও অনুমান জানিয়ে থাকে। মানুষ বেশি কাজ করলে ক্লান্ত হয়ে যায়, বিরতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির বিরতির প্রয়োজন নেই। একসঙ্গে হাজার হাজার কাজ দ্রুত করার পাশাপাশি খুব অল্প সময়ে নতুন অনেক বিষয় শিখতে পারে। মূলত আগের তথ্য বিশ্লেষণ করেই বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির লক্ষ্য হলো এমন একটি কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করা, যা মানুষের আচরণ ও চিন্তাশক্তির আদলে জটিল সমস্যার সমাধান করবে। নির্ভুল তথ্যের পাশাপাশি মানুষের আদলে বুদ্ধিমত্তা থাকায় সাইবার নিরাপত্তা, ভিডিও গেমস, নকশা, স্মার্ট গাড়ি, ডেটা সেন্টার ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির চাহিদা বাড়ছে।

শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই বিশ্বব্যাপী এখন অতিপরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত একটি বিজ্ঞান বিষয়। আর চলমান কোভিড-১৯ মহামারীকালেও এআইর বহুবিধ ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়ে বেশ কিছু এআই প্রোডাক্ট আমাদের জীবনে বিশেষ রূপে হাজির হয়ে করোনাকালীন শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, সভা-মিটিং, লেনদেন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে আমাদের কোটি কোটি শিশু শিক্ষার্থী যাদের আমরা একের পর এক লকডাউনের ফলে প্রায় হারিয়ে ফেলতে বসেছিলাম, তখনই যোগাযোগের ত্রাতা হিসে হাজির হয় জুম, গুগলমিট, গুগল ক্লাসরুম, ইমু, হোয়াটসআপ, ফেসবুকসহ অন্যান্য সোস্যাল মিডিয়ার নতুন নতুন সেবা। যেসবের সময়োপযোগী ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের লকডাউন ও কোভিড-১৯-এর বিভীষিকায় হারিয়ে যাওয়া বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলাম। শুধু তাই নয় আমাদের বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে তখন ভার্চুয়ালি জুম, গুগল মিট, গুগল ক্লাসরুম এবং ফেসবুকের ব্যবহার করে প্রায় থেমে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা চালু রাখতে পেরেছি। তা সম্ভব হয়েছে উল্লেখিত প্রযুক্তিসমূহের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সেবার সফল ব্যবহার করে । যা আমরা আজকের দিনেও অব্যাহত রেখেছি। গুগলমিট বা জুম মিটিং আমাদের রিমোট শিক্ষা, রিমোট লার্নিং এবং রিমোট মিটিং পরিচালনার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণকে ব্যাপকভাবে সহায়তা দিয়েছে, যা অনস্বীকার্য। ফেসবুকের মাধ্যমে আমাদের অনভ্যস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যেভাবে কোভিড-১৯ কালে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিয়েছেন তা আর একটি যুদ্ধের (করোনার বিরুদ্ধে)-ই নামান্তর। তথ্য প্রযুক্তির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফল ব্যবহারের ফলেই করোনা অতিমারির সময় শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পেরেছি। তবে সবকিছু ছাপিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে চলছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে অনেক দেশে এই পরিবর্তন অনেকটা ঘটেও গেছে।

শিক্ষাভিত্তিক সফটওয়্যার শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনানুসারে খাপ খাওয়াতেও পারঙ্গম হবে। তাতে কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শিক্ষার ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এআই বৃহত্তর পর্যায়ে প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত শিক্ষাগ্রহণেও জুতসই প্রভাব বিস্তার করবে। উল্লেখ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক লাগসই শিক্ষা ও গেমস সফটওয়্যার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথা-উপযোগী এবং অভিযোজনমূলক শিক্ষা গ্রহণ ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষার ওপর একটি বিশাল প্রভাব ফেলেছে এবং আসন্ন দশকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি হিসেবে এ ধরনের অভিযোজিত প্রোগ্রামগুলো ক্রমোন্নত এবং প্রসারিত হতে থাকবে। অনেক ওপেন অনলাইন কোর্স প্রোভাইডার যেমন- ১০ মিনিট স্কুল, শিখো, খান একাডেমি ইত্যাদি এ ধরনের অনুশীলন ব্যবস্থা প্রচলন করেছে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

আমাদের এই চ্যালেঞ্জকে সম্ভাবনা হিসেবে গ্রহণ করে এআই প্রযুক্তির প্রসার বাড়াতে এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নেতৃত্ব দিতে হবে মেধাবী তরুণদের। প্রযুক্তি উদ্যোক্তাগণকে তাঁদের Paradigm Shift করতে হবে প্রচলিত প্রযুক্তি থেকে এআইভিত্তিক প্রযুক্তির দিকে। তা হলে আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জ ভবিষ্যৎ এআই প্রযুক্তি পরিচালিত বিশ্বে নিজেদের যোগ্য করে তুলতে সক্ষম হবো । আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আমাদের তরুণ প্রজন্ম, আমাদের মেধাবী ও প্রযুক্তি শিক্ষিত যুব সমাজ। তাদের সামর্থ্যের শতভাগ যদি আমরা জাতীয়ভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে তথা সামাজিক বা ব্যক্তিগতভাবে কাজে লাগাতে পারি বা কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি। তাহলেই ভবিষ্যৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসমৃদ্ধ বিশ্বে আমরা আমাদের বাংলাদেশের যোগ্যতম অবস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো। আমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের প্রযুক্তিবান্ধব মেধার পুরোটাই প্রয়োগ করতে পারব। আমাদের জনশক্তিই আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। এআইভিত্তিক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এআই সিস্টেমের জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক ডাটা। আমাদের এখন সঠিক ডাটা পাওয়াই প্রধান চ্যালেঞ্জ। আমাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, বাণিজ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা সর্বত্রই চাই সঠিক ডাটাবেজের উন্নয়ন। কারণ ডাটাবেজ যতবেশি স্মার্ট ও নির্ভুল হবে, এআই ভিত্তিক প্রযুক্তি সেবা ততটা নির্ভুল, স্মার্ট ও সেবাগ্রাহকবান্ধব হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের আর একটি চ্যালেঞ্জ যা দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে তা হলো বহুমুখী ও পুনরাবৃত্তিক (Redundant) ডাটাবেজ নিশ্চিত করা । উল্লেখ্য, এআই প্রযুক্তি সমৃদ্ধ প্রথম হিউম্যানয়েড রোবট হচ্ছে সোফিয়া যার নাম আমরা হয়তো শুনে থাকব। এই সোফিয়া ইতোমধ্যে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে তার এআই প্রযুক্তি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ সোফিয়াকে মিলিয়ন মিলিয়ন বৃদ্ধিমান মানুষের বুদ্ধি, কৌশল, তথ্য, ডাটা , আবেগ ইত্যাদির বিশালাকার ডাটাবেজ ইনপুট আকারে সরবরাহ করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি মানুষের বিকল্প হবে এমন আশঙ্কা থেকে বলা যায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বা পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের কথা। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারণা হলো মানুষকে যন্ত্র দিয়ে রিপ্লেস করা। আর পঞ্চম শিল্প বিপ্লব হলো যন্ত্রকে মানুষের করায়ত্ত করা। আমরা মনে করি, মানুষ যন্ত্র বানাবে, নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সেই যন্ত্র মানুষের জন্যই কাজ করবে। তবে আশঙ্কার কথা হচ্ছে এই যে, যতই আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্প্রসারণ বা সমৃদ্ধি ঘটাই আমাদের লক্ষ রাখতে হবে আমরা যেন কোনোভাবেই কৃত্রিম প্রযুক্তির বা সোফিয়াদের দাস না হয়ে পড়ি। আমরা যেন ঝুঁকিপূর্ণভাবে প্রযুক্তির স্বাধীনতার হাতে পরাস্ত না হই সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। অন্যথায়, একদিন হয়তো মানব সভ্যতা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে মানব আবিষ্কৃত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন রোবটের নিকট! আমরা আমাদের কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, চিকিৎসার জটিল ও অতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায়, যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় এবং তথ্যভিত্তিক সেবা ব্যবস্থাপনায়, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তির সাবধানী ব্যবহার শুরু করার মাধ্যমে এর শুভ সূচনা করতে পারি। লক্ষ রাখতে হবে, এতে যেন আমাদের মানবিক ও আবেগিক মূল্যবোধ, কর্মসংস্থান কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। উদাহরণস্বরূপ, তৈরি পোশাক শিল্পের ৬০ শতাংশ শ্রমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে বেকার হবেন। কাজেই নীতিনির্ধারকদের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল নিয়ে ভাবার সময় এখনই।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উন্মোচন

২৫ জুলাই, ২০২২ খ্রি. তারিখে রাজধানীর বাংলাদেশ নন-ফরমাল এডুকেশন (বিএনএফই) প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন (এমপি)। তিনি বলেন, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উপযোগী সমাজ গঠনমূলক একটি সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন বঙ্গবন্ধু। কমিশন শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি ও গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। তাঁর শাসনামলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান ও ষষ্ঠ শ্রেণি হতে মাধ্যমিকে ৪০ ভাগ কম দামে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকারের উদ্যোগে ৩৬ হাজার ১৬৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয় এবং বাড়ানো হয় শিক্ষকদের বেতন। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে চায়। এজন্য শিক্ষার গুণগত মান, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের সুযোগ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সবাই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করলেই সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে বিশ্ব মঞ্চে আমরা মাথা উঁচু করে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারব এবং গড়তে পারব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। এ সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলাম খান, বিএনএফই মহাপরিচালক জনাব আতাউর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মহিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যালয় হবে শিক্ষার্থীর আবাসস্থল – প্রাগম প্রতিমন্ত্রী

গত ৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি কুড়িগ্রামের রৌমারি উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের আমবাড়ি তেলিমোড় নদীভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন করেন। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আমাদের বিদ্যালয়গুলো আর আগের মতো নেই। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অনেক সুন্দর এবং সুসজ্জিত। বিদ্যালয় গুলোতে আছে বাউন্ডারি গেটসহ ওয়াল। নয়নাভিরাম রং দিয়ে সাজানো হয়েছে। তাই বিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার্থী দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। একইসাথে বিদ্যালয়গুলো হবে শিক্ষার্থীর আবাসস্থল । তবেই সুন্দর ভবন করা সার্থক হবে।" তিনি আরও বলেন, "বঙ্গবন্ধু আমাদের এই দেশ দিয়েছেন, পতাকা দিয়েছেন। তাঁর সোনার বাংলাকে সফল করতে হবে।" এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোজাফর হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মিনু প্রমুখ।

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিইডিপি৪ এর Social Mobilization & Communication সাব-কম্পোনেন্ট-এর আওতায় প্রতি বছর সারা দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা পিটিআইতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত আন্তঃস্কুল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, "শুধু বই, খাতা, কলম দিয়ে শিক্ষাকে চার দেয়ালের মাঝে বন্দী রাখলে একটি শিশু পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হতে পারে না। শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দরকার সহশিক্ষা কার্যক্রম।" তিনি আরও বলেন, "পড়া, পড়া আর পড়া শিশুদের জীবন থেকে শৈশব কেড়ে নেয়। শৈশবের নির্মল আনন্দ বঞ্চিত হয়ে যায়। তাদের স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে না। এ জন্য বর্তমান সরকার যে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করছে সেখানে স্কুল ভীতির পরিবর্তে শিশুদের স্কুল প্রীতির সৃষ্টি হয়েছে। বইয়ের বোঝায় শিশু ক্লান্ত হয়ে পড়বে না। বিদ্যালয় হবে শিশুর আনন্দের রঙিন ফুল।" করোনা অতিমারির কারণে গত দুই বছর আন্তঃস্কুল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। এই বছর দেশের ৮টি বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খান এবং মনীষ চাকমা, পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. মহিবুর রহমান, মহ-াপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়াংশে প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, নিরক্ষতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে প্রতিটি নাগরিককে সাক্ষর করে গড়ে তুলতে কাজ করছে জনবান্ধব বর্তমান সরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা ও সাক্ষরতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। জাতিসংঘের আহ্বানে প্রতিবছর ৮ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়। এ বছর দিবসটির স্লোগান ছিল, Transforming Literacy Learning Spaces-সাক্ষরতা শিখন ক্ষেত্রের প্রসার।" অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খান বলেন, "দেশের ১৭ কোটি মানুষকে মানবসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে মানব পুঁজি গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিত প্রয়াসে কাজ করতে হবে।" অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নুরুজ্জামান শরীফ, মহাপরিচালক, বিএনএফই, ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সোহেল ইমাম খান প্রমুখ।

এশিয়ান সামিট অন এডুকেশন অ্যান্ড স্কিলস (এএসইসি)-২০২২ কনফারেন্স

২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এশিয়ান সামিট অন এডুকেশন অ্যান্ড স্কিলস-এর বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি। ভারতের বেঙ্গালুরে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এবং ২২ সেপ্টেম্বরে শেষ হয় এএসইসি। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে শিক্ষার মানোন্নয়নে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে হবে। সিলেবাস প্রণয়ন ও প্রযুক্তিগত কাঠামো এবং কন্টেন্ট নির্মাণে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এ অঞ্চলে মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে আরও পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে। এজন্য দেশগুলো একটি সহায়তা ফান্ড গড়ে তুলতে পারে। পাশাপাশি জাতিসংঘকে এ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

শেখ রাসেল দিবস-২০২২ উদযাপন

১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন 'শেখ রাসেল' দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা পিটিআই মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারকে নিশ্চিহ্ন করতে ঘাতকরা শেখ রাসেলকে নৃশংস ও নির্মমভাবে হত্যা করে। কিন্তু তারা সফল হয়নি। আজকে এক রাসেল থেকে লক্ষ লক্ষ রাসেলের জন্ম হয়েছে। রাসেলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে দিক-দিগন্তে। তিনি আরও বলেন, শেখ রাসেল দিবসের অঙ্গীকার হোক সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত। এছাড়াও বক্তৃতা করেন শেখ রাসেলের সহপাঠী অধ্যাপক গীতাঞ্জলি বড়ুয়া এবং জনাব সৈয়দ মামুনুল আলম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আলোচনা শেষে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জন্মদিনের কেক কাটা হয়।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে 'প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার যৌক্তিক মূল্যায়ন কর্মশালা'র উদ্বোধন

০৯ জুলাই, ২০২২ তারিখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আয়োজিত প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার যৌক্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক তিনদিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর জনাব মো. ফরহাদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, এনসিটিবি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. মহিবুর রহমান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এবং ড. উত্তম কুমার দাশ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, প্রাথমিক এর পাঠ্যবই হবে সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল। এতে শিশুকে আনন্দিত করবে এমনসব বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বলেন, পাঠ্যবই যেন শিশুকে মুখস্থনির্ভর করে না তোলে। এটি যেন শিশুকে কৌতূহলী, অনুসন্ধানমূলক এবং আত্মজিজ্ঞাসু করে তোলে। অনুষ্ঠানে সভাপতি বলেন, এবারের পাঠ্যবই ভীতি দূর করে শিশুর মনে প্রীতি জাগাবে। বিশেষ অতিথি পরিচালক প্রশিক্ষণ বলেন, পাঠ্যবই যেন শিশুর স্বপ্ন ও কল্পনাকে আরও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটি যেন শিশুকে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ এবং মোকাবেলা করতে সাহায্য করে।

২০২৩ সাল থেকে ০৩ হাজার ২১৪টি স্কুলে দুই বছরের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পাইলটিং কার্যক্রম

২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খান জানান, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ৩ হাজার ২১৪টি বিদ্যালয়ে চার বছর বয়সী শিশুদের জন্য দুই বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাইলটিং শুরু হবে। এর জন্য দুই বছরের প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) এর অনুমোদন দিয়েছে। সিনিয়র সচিব আরও বলেন, এরপর ২০২৪ সাল থেকে সারা দেশের সকল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চালুর পরিকল্পনা আছে।

প্রাথমিকের পাঠ্যবই সহজভাবে লেখার আহ্বান প্রাগম সচিবের

গত ১৯ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আয়োজিত প্রাথমিক স্তরের (১ম-২য় শ্রেণির) পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নকারীদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি প্রাথমিকের পাঠ্যবই সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জলভাবে লেখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই এমনভাবে লিখতে হবে, যা শিশুকে আনন্দ দিবে এবং বইয়ের পাতা উল্টাতে তাগিদ সৃষ্টি করবে। এর মাধ্যমে শিশুর জানার পরিধি বাড়বে এবং সে স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়ে আপন ভুবন সাজাবে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম, এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. ফরহাদুল ইসলামড. উত্তম কুমার দাশ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং প্রফেসর একেএম রিয়াজুল হাসান প্রমুখ।

মীনা দিবস-২০২২ উদযাপন

মীনা শিশু-কিশোরদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় বাংলা কার্টুন চরিত্র। কার্টুনের মূল চরিত্র মীনা আট বছর বয়সের কন্যা শিশু। সে তার পরিবারের সঙ্গে একটি ছোট গ্রামে বাস করে। এ চরিত্রের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্য বিবাহ রোধ, সংস্কৃতি, বিনোদন, শিশুশ্রম রোধ এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে ওঠার চিত্র ফুটে ওঠে। মীনা কার্টুনে একটি পরিবারের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে মীনা সময়মতো স্কুলে যায়, বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করে এবং পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে। মেয়েদের মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান, শিশুদের (বিশেষ করে অবহেলিত মেয়ে শিশুদের) অধিকার সংরক্ষণ, মেয়ে ও ছেলে শিশুদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এ সম্পর্কে সকল অঙ্গীকার গ্রহণ করার জন্য ১৯৯১ সালে ইউনিসেফের উদ্যোগে মীনা কার্টুন চরিত্রটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। মীনা চরিত্রটি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল তথা দক্ষিণ এশিয়ার মেয়ে শিশুদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি বালিকা চরিত্র। ১৯৯৮ সাল থেকে দেশব্যাপী সরকারি-বেসরকারি সংস্থা মীনা দিবস উদযাপন করছে । গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মীনা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, "নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা।" ঢাকা পিটিআইতে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খান বলেন, প্রতিটি শিশুর কাছে মীনা একটি শক্তি, সাহস ও প্রেরণার প্রতীক; যে সব বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে শিক্ষার আলোর পথে ছুটে চলে। কারণ, শিক্ষাই তাকে দেবে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি, পূরণ করবে অগণিত স্বপ্ন। আর এই শিক্ষার আলোয় প্রতিগৃহ রাঙাতে কাজ করছে সরকার। তিনি আরও বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধানতম হাতিয়ার শিক্ষা। তাই মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জাতির ভিত গড়ার কাজ করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তিনি সবাইকে এ উদ্যোগে সামিল হবার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফের প্রতিনিধি মি. শেলডন ইয়েট। মীনা দিবস উপলক্ষ্যে মীনা মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় শিশুদের উদ্দেশ্যে মীনা কার্টুনসহ বিভিন্ন শিক্ষাপোকরণ প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও শিশুদের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গল্প বলার আসর, জাদু প্রদর্শনী, পাপেট শো-এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী সকল শিশুদের মধ্যে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করা হয়।

ডিপিএড পরীক্ষা ২০২২ এর ফলাফল প্রকাশ

ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) বোর্ড, নেপ-এর অধীনে অনুষ্ঠিত ডিপিএড পরীক্ষা ২০২২-এর ফলাফল ডিপিএড বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে ১৪ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়। ৬৭টি পিটিআই থেকে মোট ১৮৬২৪জন পরীক্ষার্থী উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ১৮০৮৮জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। পাশের হার ৯৭.১২%। প্রতিটি পিটিআইতে ইমেইল-এর মাধ্যমে ফলাফল প্রেরণ করা হয় এবং একই সাথে সকল পরীক্ষার্থীর মোবাইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএস পাঠানো হয়। পরীক্ষার ফলাফল নেপ-এর ওয়েবসাইট এ (www.nape.gov.bd) আপলোড করা হয়।

অন্যের বিপদে পাশে দাড়াঁনোর অনুপ্রেরণার উদ্যোগ : ২ টাকার ব্যাংক

দরিদ্র শিক্ষার্থী যারা খাতা, কলম, পেন্সিল, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণ কিনতে পারে না, তাদের জন্য জনাব সাজ্জাত হোসেন, সহকারী শিক্ষক, উত্তর কেওয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, মুন্সীগঞ্জে চালু করেছেন ২ টাকার ব্যাংক। শিক্ষার্থীরা তাদের টিফিনের টাকা থেকে এই ব্যাংকে মাঝে মাঝে ২ টাকা করে জমা দেয়। কেউ কেউ আরও বেশি টাকা জমা দেয়। প্রতি মাস শেষে ব্যাংকের টাকা শিক্ষার্থীরা গণনা করে। এখন পর্যন্ত মাসে সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা পর্যন্ত জমা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই ব্যাংকের টাকা দিয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে খাতা এবং কলম কিনে দেওয়া হয়েছে। জনাব সাজ্জাত হোসেন আশা করেন, এই ধরনের ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অন্যের বিপদে পাশে দাড়াঁনোর অনুপ্রেরণা পাবে।

মানিকগঞ্জ পিটিআইয়ে ছবি ও প্রতীকের সাহায্যে ইংরেজি বিষয়বস্তু উপস্থাপন

গত ২৮ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে মানিকগঞ্জ পিটিআইয়ের হলরুমে ছবি ও প্রতীকের সাহায্যে ইংরেজি বিষয়বস্তু উপস্থাপনের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই প্রদর্শনীতে মোট ৪৪টি উপকরণ স্থান পায়। ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন কোর্সের ইংরেজি বিষয়জ্ঞান এবং শিক্ষণবিজ্ঞান বই থেকে এই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু বাছাই করা হয়। এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজির বিষয়বস্তুসমূহকে সকলের নিকট সহজ করে উপস্থাপন। প্রদর্শনী পর্যবেক্ষণগণ এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ইউনিসেফের শিশুবান্ধব ১১০টি শ্রেণিকক্ষ হস্তান্তর

ইউনিসেফ গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের সহায়তায় স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান কর্মসূচির আওতায় গত ২৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে কক্সবাজার জেলার ২২২টি স্কুলে ১১০টি শিশুবান্ধব শ্রেণিকক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করেছে। এর মধ্যে ৭৪টি নবনির্মিত শ্রেণিকক্ষ এবং ৩৬টি শ্রেণিকক্ষ সংস্কার করা হয়েছে। এই শ্রেণিকক্ষগুলো ডেস্ক, বেঞ্চ এবং চেয়ার দিয়ে সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি মি. শেলডন ইয়েট বলেন, "শিশুরা তাদের জেগে থাকা সময়ের একটি বড় অংশ ব্যয় করে শ্রেণিকক্ষে এবং সত্যিকার অর্থেই শ্রেণিকক্ষ তাদের কাছে দ্বিতীয় বাড়ির মতো হওয়া উচিত। গবেষণায় দেখা যায়, শ্রেণিকক্ষ যখন শিশুবান্ধব ও নিরাপদ হয়, তখন শিশুরা শিখতে অনুপ্রাণিত হয়। তাদের স্কুলে ভর্তি ও উপস্থিতি বেড়ে যায়। একই সঙ্গে স্কুল শেষ করার হারও বাড়ে।" প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত বলেন, "কক্সবাজারের আট উপজেলার স্কুলগুলোতে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর বিষয়টি ছিল শিশুদের জন্য একটি সমস্যা। এই স্কুলগুলো এখন আমাদেরকে শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ প্রদান সম্ভব করেছে, যা কোভিড-১৯-এর সংকট থেকে পুনরুদ্ধারে শিশুদের লেখাপড়ার জন্য অপরিহার্য।"

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ-২০২২ এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৩৭৫৭৪ জন প্রার্থীকে সহকারী শিক্ষক পদে প্রাথমিকভাবে নির্বাচনপূর্বক ফলাফল ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে প্রকাশ করা হয়। নির্বাচিত প্রার্থীরা তাদের নিজ মোবাইল নম্বরে ফলাফল পান। এছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

শতবর্ষের সময়রেখায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

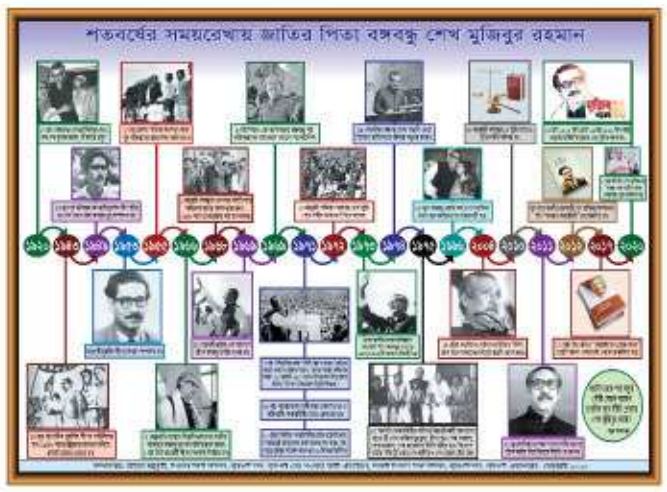

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের কাছে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরতে 'শতবর্ষের সময়রেখায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' শিরোনামে একটি দেয়ালিকা প্রদর্শন করা হয়। দেয়ালিকাটি সম্পাদনা করেন লতিফা জান্নাতী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং শওকত আলী খান হিরণ, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর পটুয়াখালী। দেয়ালিকাটিতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থাপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী চিত্রিত করা হয়। ১৯২০ সাল থেকে জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ এবং ১৯৭৫-পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সালভিত্তিক তথ্য সুশৃঙ্খল, দৃষ্টিনন্দন, শিশুতোষ, সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহ করে তুলে ধরা হয়েছে। পটুয়াখালী সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাঁধাই করে দেয়ালিকাটি লাগানো হয়েছে।

সচিত্র সংবাদ

৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সিনিয়র সচিব জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খানের বিদায় এবং নবনিযুক্ত সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদের বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি

২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা পিটিআইতে TMTE প্রশিক্ষণের Chort ৫ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব দিলীপ কুমার বণিক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পিইডিপি-৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপন করে
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা পিটিআইতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ এবং সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত

০১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পর্যটন মোটেল, রংপুর উপবৃত্তি বিতরণে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত

৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স (সিএসএসআর) প্রকল্পের Progress Sharing of CSSR Project and Inauguration Ceremony of Printed Learning Packages বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা, রংপুর বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা গোল্ডকাপ ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রংপুর বিভাগের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত

২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে নাটোর সদর উপজেলার বড়গাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম

২৩-২৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মনিটরিং ও সুপারভিশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পরিমার্জন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত

২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে সবাই মিলে শিখি প্রজেক্ট। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত

০৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা, রংপুর বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক এক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত

০২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রংপুর পর্যটন মোটেল, রংপুর-এ জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন অভীক্ষা-২০২২ উপলক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২৪-২৫ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে Universal Design for Learning (UDL) বিষয়ক দুইদিন ব্যাপী জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম। কর্মশালার সেশন পরিচালনা করেন ড. জরডিন হেল (চীপ অফ পার্টি), 'সবাই মিলে শিখি'

২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ঢাকা পিটিআইতে ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীদের স্মার্ট বোর্ডের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করছেন জনাব ড. উত্তম কুমার দাশ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রধান শিক্ষকগণের লিডারশিপ প্রশিক্ষণ পরিমার্জিত ম্যানুয়ালের বিষয়বস্তু নির্ধারণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খান, সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি গাইবান্ধা পিটিআইয়ের কর্মকর্তা ও ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে আন্তঃপিটিআই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার তুলে দেন

১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মুহিবুর রহমান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা পিটিআইতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত আন্তঃস্কুল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাকির হোসেন, এমপি

ঢাকা পিটিআইতে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ২০২২/২৩ শিক্ষাবর্ষের ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণার্থীগণের সঙ্গে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' নিয়ে মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন জনাব সৈয়দ মামুনুল আলম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে পিইডিপি ৪ এর Revised Development Project Proposal (RDPP) অবহিতকরণ এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মুহিবুর রহমান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব দিলীপ কুমার বণিক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পিইডিপি ৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২২-২৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে এটুআই-এর উদ্যোগে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর কর্মকর্তাগণের ডাটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১২ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা রংপুর বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খান, সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মুহিবুর রহমান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৯-২১ জুলাই ২০২২ তারিখে ৩ দিনব্যাপী SEND-এর আওতায় একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল রিভিউ ও চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মুহিবুর রহমান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত-এর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান

জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। এ অধিদপ্তরে যোগদানের পূর্বে তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার হিসেবে কক্সবাজার-এ কর্মরত ছিলেন। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৩তম ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস-এ যোগদান করেন। তিনি নেত্রকোণা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন। তিনি টাঙ্গাইল, খুলনা, বগুড়া জেলা প্রশাসনে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের জন্য ভারত, শ্রীলংকা, চীন, ভিয়েতনাম, কানাডা, মালয়েশিয়া, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএসএস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

গত ০৯-১০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স (সিএসএসআর) প্রকল্পের ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফর গ্রেড ওয়ান কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত

শিল্পকলা একাডেমী, রংপুর এ ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও মা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শাহ রেজওয়ান হায়াত

জনাব ফরিদ আহাম্মদ-এর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান

জনাব ফরিদ আহাম্মদ ৩০ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পূর্বে প্রায় দেড় বছর তিনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১১তম ব্যাচের একজন সদস্য। তিনি ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদানের পূর্বে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এ কিছুদিন কাজ করেছেন। রংপুর জেলার জেলা প্রশাসক থাকাকালে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কাজের মাধ্যমে জনসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৬ সালে তিনি জনপ্রশাসন পদকে ভূষিত হন। এছাড়া স্কাউটস আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি মেডেল অব মেরিট পদক প্রাপ্ত হন। আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সরকারি ডেলিগেশন, সেমিনার বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণসহ সরকারি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তিনি বিভিন্ন সময়ে ৩৩টি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ঢাকা মহানগর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের আজীবন সদস্য। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে লিডারশিপ ইন পাবলিক সেক্টর কোর্স, যুক্তরাজ্যের ওলভার হাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়, ভিয়েতনামের ন্যাশনাল একাডেমি ফর পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন, ভারতের এনআইআইটিতে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ।

জনাব ফরিদ আহাম্মদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে ১ম শ্রেণির সম্মান এবং স্নাতকোত্তর কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গাজীপুর হতে এনটোমোলজিতে ১ম শ্রেণিতে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে ১ম শ্রেণিতে এম.বি.এ (ফাইন্যান্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি নরসিংদী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক।

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাহ রেজওয়ান হায়াত
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

মোঃ আবুল বশার (উপসচিব)
পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদকীয় পর্ষদ

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

জিয়া আহমেদ সুমন (উপসচিব)
পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোঃ আবদুল লতিফ মজুমদার
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

নাসরিন আক্তার
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা
সম্পাদনা : ভাষা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রকাশক : জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২৩
সম্পাদকীয় যোগাযোগ : Phone : 02 996 666 165

Primary Education Newsletter [Year-2, Issue-1, January 2023]
Edited by : Faculty of Language Education, NAPE
Published by : National Academy for Primary Education (NAPE), Mymensingh
Published Date : January 2023
E-mail : language.nape@gmail.com

মুদ্রণ : ভিশন প্রিন্টিং প্রেস, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ।
মোবাইল : ০১৭১২-৪৭৬৫৭৬, E-mail : mofazzalpress@gmail.com